' দূরদেশের বাচ্চাদের সঙ্গে দূরদেশী বাপদাদার মিলন '

আজ বাপদাদা নিজের লাভলী অর্থাৎ লাভলীন (প্রেমে মগ্ন) বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। দূর দেশ থেকে (পরমধাম) এসেছেন । দূরদেশের বাচ্চাদের সঙ্গে দূরদেশ বাসী বাপদাদা মিলিত হতে এসেছেন। বাচ্চারা যতখানি স্নেহ পূর্ণ স্মরণ করেছে বাপদাদাকে , দিলারাম বাবা ঠিক ততখানি স্নেহের রেসপন্ড দিতে এসেছেন । তোমরা এক একটি লাভলীন আত্মারা দৃশ্যমান রয়েছ। যে আত্মারা দূরে থেকেও নিজের স্নেহপূর্ণ স্মরণ পাঠিয়েছেন , তারা সব লাভলী আত্মারা আকারী রূপে এই সংগঠনের মধ্যে বাপদাদার সামনে ইমার্জ আছে। বাপদাদার সামনে অনেক বড় সভা আয়োজিত রয়েছে । তোমাদের সবার ভেতরে যে সবার স্নেহপূর্ণ স্মরণ সমায়িত আছে সেই স্মরণের রূপ আকার রূপে সবার সাথে আছে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের উমঙ্গ উৎসাহ আর খুশীর গান শুনছেন। এত স্নেহ আনন্দ খুশীর গান বাপদাদা শুধু দেখছেনই না বরং দেখার সাথে সাথে গীত মালাও শুনছেন। সব বাচ্চাদের ভেতরে , হৃদয়ে বা নয়নে একমাত্র বাবার স্মরণের একরস স্থিতির চমক দেখা যাচ্ছে ।

" এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় " এই স্থিতিতে স্থির বাচ্চাদের দেখছেন । আজ মেলায় এসেছেন। কথা শোনাতে আসেননি। শুধু ভাগ্যবান বাচ্চাদের চিত্র দেখতে এসেছেন। প্রস্ফুটিত রূহে গোলাপ বাচ্চাদের সুগন্ধ নিতে এসেছেন। সব বাচ্চারা সাহসের আধারে , স্নেহের প্রত্যক্ষ ফল সামনা-সামনি ভালই দেখিয়েছে । বিভিন্ন প্রকারের বন্ধনকে পার করে নিজের সুইট হোমে পৌঁছেছে । এমন বন্ধনমুক্ত বাচ্চাদেরকে বাপদাদা পদ্মগুণ অভিনন্দন দিচ্ছেন ।

ছোট ছোট বাচ্চাদেরও অবাক করা কার্য দেখা যাচ্ছে । এই ছোট বাচ্চারা হল সঙ্গমযুগের শৃঙ্গার আর ভবিষ্যতে কি করবে ? এখনের শৃঙ্গার হল ভবিষ্যতের অধিকারী । সবার হাতের মুঠোয় স্বর্গের স্বরাজ্যের গোলা দেখা যাচ্ছে তাইনা । যা চিত্র তৈরী হয়েছে সেসব একজনের নয় , তোমাদের সবার। নিজের চিত্র দেখেছ কি ? বুঝতে পারো কি এই আমাদের সবার চিত্র নাকি শুধু এক শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ? কার চিত্র ? তোমাদের সবার চিত্র আছে কি নেই ? তো সর্বদা স্মরণে থাকে কি যে আজ ব্রাহ্মণ আর ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে দেব-পদধারী স্বরূপে পরিণত হবই। নলেজের দর্পণ দ্বারা নিজের চিত্র ' ফরিস্তা সে দেবতা ' সর্বদা দেখতে পাও ? যেমন এখন সবার মনের আওয়াজ হল কোনটি ? "আমার বাবা" । ঠিক তেমনই নলেজের দর্পণে নিজের চিত্র দেখে এই আওয়াজ শুনতে পাও কি যে এই হল আমাদের চিত্র ? " আমার বাবা , আমার চিত্র " ! কেননা এখন নিজের রাজ্য এবং রাজ্য করার রাজ্য অধিকারী স্বরূপের অনেক কাছে এসে পড়েছ। কাছের বস্তু স্পষ্ট রূপে অনুভব হয়। তো নিজের ফরিস্তা স্বরূপ , দেবতা স্বরূপ স্পষ্ট অনুভব হয় কি ? আচ্ছা ।

আজ বিশেষ ভাবে বাচ্চাদের আহ্বানে বাপদাদা আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। বিশেষ এক দুইজন আত্মাদের জন্যে সবার সঙ্গে মিলিত হলেন। এই হল স্নেহপূর্ণ স্মরণের রেসপন্ড । আচ্ছা - ডবল ফরেনার্সরা হল আলাদা আলাদা মিলনে আগ্রহী । যেমন পিতা বাচ্চাদের হৃদয় দেখে

থাকে তেমনই বাবাও বাচ্চাদের হৃদয়ের ভালোবাসার রেসপন্ড করেন। তো এইভাবে মিলিত হতেই থাকবেন। এখন আল্লার বাগানে পৌঁছে গেছ। মিলন হবেই । আচ্ছা ।

এমন স্নেহের বন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে এবং বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে সর্বদা লাভলীন বাচ্চাদেরকে, সর্বদা বাবার গুণগান করে খুশ মেজাজী বাচ্চাদেরকে , সর্বদা খুশীর দোলনায় দুলতে থাকা ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে , সর্বদা খুশী থাকার অভিনন্দন সহ বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার।

ছোট *বাচ্চাদের* *সঙ্গে* :-

বাপদাদা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখে খুব খুশীর অনুভব করেন। প্রত্যেকটি বাচ্চার মস্তকে কি দেখা যাচ্ছে ? তোমাদের মস্তকে কি আছে ? আত্মা মণি স্বরূপে জ্বলজ্বল করছে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের মস্তকে উজ্জ্বল মণি দেখছেন। তোমাদের সবার মনে কি সঙ্কল্প আছে ? ছোট ছোট বাচ্চা অর্থাৎ বাপদাদার গলার মালার মুক্তো । তোমরা নিজেরা কত নম্বরে আছো , তা কি জানো ? (ফার্স্ট নম্বরে) লক্ষ্য কত উঁচু রেখেছ । বাপদাদা তো ছোট বাচ্চাদের আগে রাখেন । পিছনে নয় কেননা তোমরা সবাই ছোট বাচ্চারা হলে জন্ম থেকেই পবিত্র এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে আছো তাইজন্য পবিত্র আত্মাদের সর্বদা নয়নে স্থান দেওয়া হয়। তো সবাই তোমরা কি হয়ে গেলে ? চোখের মণি , নয়নের আলো হলে কিনা ! এমন ভাবো কি ? বাচ্চাদের স্মরণ স্নেহ আসার আগেই পৌঁছে গেছে । সবাই ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর চিত্রও পাঠিয়েছে । ভাল ভাল লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্পও করেছে। তোমরা যে জন যা লক্ষ্য রেখেছ , কেউ টিচার হয়ে যাবে , কেউ নম্বরওয়ান ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী হয়ে যাবে। তো নম্বরওয়ান টিচার বা ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের কি কি বিশেষত্ব নিয়ে যাবে ? এই হল খুব সহজ। শুধু একটি ছোট কথা মনে রাখতে হবে। একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। একমাত্র বাবার সংবাদ সকলকে দিতে হবে। কোনোরকম পরিস্থিতি আসুক , কথাবার্তা হোক , একরস অবস্থায় থাকতে হবে। এইটুকুই হল নম্বরওয়ান ব্রহ্মাকুমার কুমারীর পরিচয় । তো সহজ হল নাকি মুশকিল ?

সবাই সকালে উঠেই গুডমর্ণিংগ করো কিনা ? স্মরণেও বসো ? এখন থেকে রোজ অমৃতবেলা উঠেই প্রথমে স্মরণে বসবে। আচ্ছা - তোমরা সবাই ছোট বাচ্চাদের কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে ? (টোলী) (তারপরেই বাপদাদা সবাইকে টোলী খাওয়ালেন)

ডাক্তারদের *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাতকার*

সবাই মিলে সেকেন্ডে সুস্থ করার কোনো ওষুধের আবিষ্কার করেছ কি ? আজকালকার সময় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এখন সেকেন্ডে সুস্থ হওয়ার ইচ্ছুক অনেক আত্মারাই রয়েছে । প্রদর্শনী বোঝাও বা ভাষণ করো কিন্তু সবাই প্রদর্শনী দেখে , ভাষণ শুনে ইচ্ছা রাখে যে সেকেন্ডে সুস্থ হই। দুটি ইচ্ছা তো সর্ব আত্মাদের আছে - এক তো সদাকালের জন্যে সুস্থ হই আর দ্বিতীয় শীঘ্রাতিশীঘ্র সুস্থ হই কারণ অনেক প্রকারের দুঃখ বেদনা সহ্য করে সব আত্মারাই ক্লান্ত হয়েছে। তো তোমরা ডবল ডাক্তারদের কাছে কি ইচ্ছা নিয়ে আসবে ? এই দুটি ইচ্ছা নিয়েই তো আসবে। নিজেদের মধ্যে যে মিটিং করলে তাতে এমন কোনো কিছু আবিষ্কার করেছ কি ? মেডিটেশানের চেয়েও সহজ কোনো

পদ্ধতি বের করেছ কি ? প্রদর্শনী তো করবেই আর করাও হয়েছে কিন্তু প্রতিটি চিত্রে এমন সারতত্ব ভরে দাও যাতে ঐ সারতত্বের দিকে অ্যাটেন্সন যেতেই শান্তি এবং সুখের অনুভূতি হবে কেননা বিস্তার তো সবাই জানে কিন্তু প্রতিটি চিত্রে যেন রুহানীয়ত প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। যেমন কোনো বস্তুতে সেন্ট লাগালে সেই সুগন্ধি আকর্ষিত করবে। সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে সেই অনুভবও করবে। চিত্র তৈরী করো কিন্তু চিত্রের যা প্রভাব পড়বে সেই চিত্র যেন চৈতন্যতা - পূর্ণ হয়। যেমন দেখ এখানে মধুবনে জড়-চিত্রেও চৈতন্যতা অনুভব করো তাইনা । প্রতিটি স্থানে যাও , বাবার কুটিরে যাও , কি অনুভব হয় ? চৈতন্যতার অনুভূতি হয় কিনা ? এই রকমই এমন বায়ুমন্ডল তৈরী করো , এমন ভাইব্রেশন ছড়াও যাতে চিত্রে চৈতন্যতার অনুভূতি হয়। যে স্টল বানাবে , তাতে যেমন সাইন্স জন কোথায় সবুজের ফিলিং , কোথায় সাগরের , কোথায় জলের ফিলিং দেখায় । এমন ফীল হয় যেন সাগরের কাছে বা পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেছি। সেইরকমই বায়ুমন্ডল এমন হোক যেন অনুভব হবে যে সুখের স্থানে এসে পৌঁছেছি । পরিশ্রম যা করেছ ভালই। মিলনও হয়েছে , প্ল্যানও করা হয়েছে । এখন জরুরী হল বিন্দু রূপ ধারণ করে বিন্দু স্বরূপে পরিণত করা। পয়েন্ট দিয়ে পয়েন্ট বলার , এই সময় নয়। কিন্তু পয়েন্ট স্বরূপে পয়েন্ট শর্টে দিতে হবে। তাই নিজেকে এইরূপ শক্তিশালী স্টেজে সর্বদা রাখো আর অন্যদেরও এমন স্টেজে আনো যাতে তোমাদের সামনে আসতেই যেন এমন অনুভব করে যে কোনো বিশেষ স্থানে পৌঁছে গেছি যেখানে যা চাইবে তাই প্রাপ্ত হবে। যেমন স্থূল ডাক্তারী দ্বারা রুগীর বিশ্বাস বাড়ে যে এই ডাক্তারটি হল ভাল এখানে রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব । তেমনই রুহানী ডাক্তারদের মধ্যে যেন এমনই শক্তিশালী স্থিতি হোক যাতে সবার বিশ্বাস হবে যে এখানে পৌঁছালে প্রাপ্তি অনিবার্য । দুটো কথাই বের করেছ কি ? দুটোতেই ব্যালেন্স চাই। সেইটিও হল জরুরী কারণ আজকের সময় অনুযায়ী বহু জন্মের কর্মের হিসাব অর্থাৎ কর্মভোগ রয়েছে যা শেষ করতে হবে। কর্মভোগের হিসাব শেষ করতে স্থূল রূপে ওষুধের সেবন আর কর্মযোগী করতে রুহানী ওষুধের প্রয়োজন আছে। এখন সবাই ভোগ করে শেষ করবে। সে মন্সা অর্থাৎ মনের দুঃখই হোক বা শারীরিক রোগের কষ্টই হোক। সব আত্মারাই মুক্তিধাম যাবে কিনা। এখন না রুগী থাকবে আর না ডাক্তার । এই প্র্যাক্টিস শেষের দিকেও হবে। ডাক্তার থাকবে কিন্তু কিছু করতে পারবেনা , এত রুগী থাকবে। সেইসময় শুধু নিজের দৃষ্টি দ্বারা ভাইব্রেশন দ্বারা তাদের টেম্পোরারি শান্তি দান করবে। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে । মৃতজনের দাহ সংস্কারের সময় থাকবেনা কেননা সবকিছুর অতি- তে যাবে এখন । অতি হলেই অন্ত হবে। এখনকার খবরের কাগজে দেখ কোনো নতুন রোগ ছড়ালে কত ফাস্ট ছড়ায়। যতক্ষণ ডাক্তার ঐ নতুন রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে ততক্ষণে অনেকের মৃত্যু হয় কারণ সবকিছুই এখন অতি-তে পৌঁছেছে । আর এমন পরিস্থিতিতে ডাক্তারও বুঝতে পারে আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। এখনতো অভিমানে বলে দেয় , আত্মা ইত্যাদি কিছুই হয়না। ডাক্তারী সবকিছু । তারপর তারাও অনুভব করবে। যখন আর কন্ট্রোলে থাকবেনা তখন দৃষ্টি কোথায় যাবে ? এখন নতুন নতুন রোগ আসবে । কিন্তু এই নতুন রোগ গুলি নতুন পরিবর্তন আনবে।

তোমরা হলে অনেক অনেক ভাগ্যবান আত্মা যারা বিনাশের পূর্বে নিজের অধিকার প্রাপ্ত করেছ। আর সকলে হাহাকার করবে , হায় আমরা কিছু প্রাপ্ত করলাম না আর তখন তোমরা বাপদাদার হৃদয়াসনে বিরাজিত হয়ে তাদের বরদান দেবে। তো তোমরা হলে কত ভাগ্যবান । সর্বদাই খুশীর অনুভব করো কি ? সর্বদা এই আনন্দে মত্ত হয়ে সব পেশেন্টদের সর্বদা খুশীর দোলায় দোল দাও। তখন তোমাদেরকেই ভগবানের অবতার ভেবে নেবে কিন্তু তোমরা সতর্ক করবে যথার্থের দিকে।

যখন এমন ভাবনা পূর্ণ সংকল্প হবে তখন সতর্ক করতে পারবে। তো সবাই কি এইরূপ তৈরি হয়েছ? ডাক্তারদের এই গ্রুপ খুবই ভাল। এবারে এইরকম ভি.আই.পিদের গ্রুপ আনো। যে যেরকম হয় সে সেরকমই আনবে কিনা । তো যত ডক্টরস এসেছে তত ভি.আই.পি আসবে তাইনা ।

বিদেশেও অনুভবের সামনে সবাই মাথা নোয়ায় । সাইন্সের শক্তি সাইলেন্সের শক্তির কাছে মাথা নোয়াবে নিশ্চয়ই । এখন বড় বড় সাইন্স জন আশাহীন হয়ে পড়ছে । কোথায় যাবে ? যেখানে তোমাদের অর্থাৎ সাইলেন্সজনের আশার কিরণ দেখবে। তোমাদের অ্যাটম দিয়েই তারাও অ্যাটম তৈরী করে। তোমাদেরই নকল করে। যদি আত্মিক শক্তি না থাকে তবে এই অ্যাটমিক বোমা কে বানাবে ?

যখন চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে যাবে তখন সেই অন্ধকারে আলোর কিরণ স্পষ্ট দেখা যাবে। নলেজের আলো , গুণের আলো , শক্তির আলো , সব আলো বা লাইট , একত্রে লাইট হাউসের কাজ করবে। মধুবনে এসে রিফ্রেস হয়েছ সেবাও করেছ আর প্রত্যক্ষ ফলও প্রাপ্ত হয়েছে। প্ল্যান যা করেছ সেসব এগিয়ে নিয়ে যেও। বাপদাদার কাছে তোমাদের সংকল্প তো পৌঁছে যায়। কাগজে তো তোমরা পরে লেখ। আচ্ছা ।

পার্টিদের *সংগে* :-

সঙ্গমযুগী *ব্রাহ্মণদের* *শৃঙ্গার* *হল* - *সর্বশক্তি* *এবং* *সর্বগুণ*

সর্বদা বাবার স্মরণের ছত্রছায়ার ভেতরে থাকো তো ? এমন অনুভব হয় কি যে বাপদাদার ছত্রছায়া সর্বদা আমাদের উপরে আছে ? যেমন কল্প পূর্বের স্মারকচিহ্নে দেখা যায় যে পর্বতকে ছত্রছায়া করা হয়েছে । তো সমগ্র কলিযুগী সমস্যা গুলির পর্বতটিকে বাবার স্মরণ দ্বারা সমস্যা স্বরূপ নয় বরং ছত্রছায়া স্বরূপে পরিণত করেছ ? এমন সমস্যার সমাধান স্বরূপ মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েছ ? কোনোরকম সমস্যা স্বয়ংকে দুর্বল করে দেয়না তো ? বিঘ্ন-বিনাশক হয়েছ ? লগন- নিষ্ঠ হয়ে বিঘ্ন কিরূপ অনুভব হয় ? একটা খেলনার মতন লাগে তো ? একেই বলা হয় মাস্টার সর্বশক্তিমান তো সর্বশক্তি তোমাদের জীবনে শৃঙ্গার স্বরূপ হয়েছে কি ? সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণের শৃঙ্গার হল সর্বশক্তি । তো সর্বশক্তি দ্বারা শৃঙ্গারিত সুসজ্জিত মূর্তি হলে কিনা। এখন গুণ এবং শক্তি দ্বারা সজ্জিত আর ভবিষ্যতে হবে স্থূল অলংকার দ্বারা সজ্জিত । কিন্তু বর্তমানের শৃঙ্গার হল সম্পূর্ণ কল্পে শ্রেষ্ঠ । ১৬ শৃঙ্গার , ১৬ কলা সম্পন্ন । তো এখন থেকেই সংস্কার সম্পন্ন হতে হবে কিনা। তাহলে এমনই সুসজ্জিত মূর্তি হয়েছ কি ? আচ্ছা ।

বরদান : বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা নষ্টোমোহা স্মৃতি স্বরূপধারী অচল-অটল ভব।

যে সদা বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকে সে কখনও কোনোরকম দৃশ্য দেখে ঘাবড়ায়না বা অস্থির হয়না , সর্বদা অচল অটল থাকে কারণ বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা নষ্টোমোহা স্মৃতি স্বরূপধারী হয়ে যায়। যদি একটু কিছু দেখে অংশমাত্র হলচল বা অস্থিরতা অনুভব হয় বা মোহ উৎপন্ন হয় তো

অঙ্গদের সমান অচল অটল বলা যাবেনা। বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিতে গাম্ভীর্য স্বরূপের সাথে রমণীয় স্বরূপ সমায়িত থাকে।

স্লোগান:রাজ্য অধিকারীর সাথে সাথে বেহদের বৈরাগী হয়ে থাকা এই হল রাজঋষি হওয়ার প্রমাণ ।